দৈনিক
ইত্তেফাক

তারিখ ... 12 JUL 2009
পৃষ্ঠা ... ৩ ... কলাম ... ৩ ...

এসএসসি পরীক্ষায় অকৃতকার্যদের সম্মেলনে মতামত

পরীক্ষায় অকৃতকার্যের প্রধান কারণ ধনী-গরীবের বৈষম্য

। ইত্তেফাক রিপোর্ট ।

"আমার ক্লাসে স্যার অংক করাতো মাত্র একবার। এরপর আবার বুঝতে চাইলে বলত পরে বুঝিয়ে দিবে। সেই পরে বোঝানোটাই হচ্ছে কোচিংয়ে। আমার যেহেতু কোচিং করার মত সামর্থ্য ছিল না তাই কোচিংয়ে যাওয়া হত না আর অংকও বুঝতে পারতাম না। গরীব হওয়ার কারণেই আমি পরীক্ষায় কৃতকার্য হতে পারিনি"।

গতকাল রাজধানীর এলজিইডি মিলনায়তনে এডুকেশন ওয়াচ ও গণসাক্ষরতা অভিযানের উদ্যোগে অনুষ্ঠিত "আমরাও পারতাম, কিন্তু..." শিরোনামে ২০০৯ সালের এসএসসি পরীক্ষায় অকৃতকার্যদের সম্মেলনে গণিতে অকৃতকার্য হওয়ার কথা জানতে গিয়ে এই কথাগুলো বলছিলেন যশোর মুসলিম একাডেমী উচ্চ বিদ্যালয়ের শিক্ষার্থী পলি খাতুন।

সম্মেলনের সমাপনী পর্বে প্রধান অতিথি হিসাবে উপস্থিত থেকে শিক্ষামন্ত্রী নূরুল ইসলাম নাহিদ বলেন, ২০১৫ সালের মধ্যে সরকার সবার জন্য শিক্ষার ব্যবস্থা করতে বদ্ধপরিকর। ২০১১ সালের মধ্যে সকল উপযোগী শিশুকে স্কুলে ভর্তি করার ব্যবস্থা করবে সরকার। তিনি বলেন, সরকার ইতিমধ্যে দেশের পিছিয়ে পড়া এলাকাগুলোতে প্রাথমিক বিদ্যালয় স্থাপনের উদ্যোগ নিয়েছে।

সম্মেলনে জানানো হয় এবছর এসএসসি পরীক্ষায় অকৃতকার্য হয়েছে ২ লক্ষ ৬০ হাজার ৩ জন শিক্ষার্থী। দেশের ৭২ টি শিক্ষা প্রতিষ্ঠানে এবার একজন শিক্ষার্থীও পাস করেনি। প্রতি বছরই এমন হারে শিক্ষার্থীরা এসএসসিতে অকৃতকার্য হচ্ছে। অকৃতকার্যদের এই সম্মেলনে অংশ নেন সারাদেশ থেকে আগত অকৃতকার্য শিক্ষার্থী, তাদের অভিভাবক, শিক্ষক ও ম্যানেজিং কমিটির সদস্যরা। তাদের মতে শিক্ষার্থীদের অকৃতকার্য হওয়ার পেছনে উঠে এসেছে বিভিন্ন সমস্যার কথা। এর মধ্যে অন্যতম হচ্ছে আর্থিক দৈন্যতা, শিক্ষক সংকট, শিক্ষকদের বাণিজ্যিক প্রবণতা, অভিভাবকদের অসচেতনতা প্রভৃতি। সম্মেলনের প্রথম ভাগের উদ্বোধন করে শিক্ষা মন্ত্রণালয় সম্পর্কিত সংসদীয় স্থায়ী কমিটির চেয়ারম্যান রাশেদ খান মেনন বলেন, দেশের শিক্ষা খাতটি বর্তমানে অনেকটাই বিপর্যস্ত অবস্থায় রয়েছে। আমরা চাচ্ছি যতদূর সম্ভব এই খাতের প্রধান প্রধান সমস্যাগুলো দূর করে গতিশীল করা। তিনি বলেন, আমাদের দেশে এ যাবৎ কয়েকটি শিক্ষানীতি প্রণয়ন করা হলেও একটিও বাস্তবায়িত হয়নি। এটা মাথায় রেখেই বর্তমান সরকার সবার কাছে গ্রহণযোগ্য একটি শিক্ষানীতি প্রণয়নের চেষ্টা করছে।

জাতীয় শিক্ষানীতি প্রণয়ন কমিটির সদস্য অধ্যাপক ড. মুহাম্মদ জাফর ইকবাল বলেন, বর্তমানে আমাদের দেশে ক্লাস ওয়ানে ১০০ জন শিক্ষার্থী ভর্তি হলে তার মধ্য থেকে ১২-১৫ জন এসএসসি পর্যন্ত টিকে থাকে। বাকি ৮৫ শতাংশ ঝরে যায়। এটা একদিকে যেমন আমাদের শিক্ষার জন্য হুমকি স্বরূপ। তেমনি এতে অপচয়ও হয় বিপুল পরিমাণ অর্থ। তবে আমি আশা করি, এই অবস্থা অবশ্যই কেটে যাবে। সেজন্য শিক্ষার্থীদের পাঠ্যপুস্তক আরো সহজ ও সময়োপযোগী করতে হবে। এবং অবশ্যই শিক্ষকদের স্বার্থ রক্ষায় সরকারকে আরো অগ্রণী হতে হবে।

সভাপ্রধানের বক্তব্যে গণস্বাক্ষরতা অভিযানের নির্বাহী পরিচালক সাবেক উপদেষ্টা রাশেদা কে চৌধুরী বলেন, স্বাধীনতার এতগুলো বছর পেরিয়ে এলেও আমাদের শিক্ষা ব্যবস্থায় তেমন কোন গুণগত পরিবর্তন আমরা আনতে পারিনি। শুধুমাত্র অকৃতকার্য হওয়ার কারণে প্রতি বছর হাজার শিক্ষার্থী হারিয়ে যায় তাদের শিক্ষা জীবন থেকে। তাদেরকে হারিয়ে যেতে না দিয়ে তাদের সমস্যাগুলো সবার সামনে তুলে ধরার জন্য আমরা এই সম্মেলনের আয়োজন করেছি। কয়েকটি পর্বে অনুষ্ঠিত এই সম্মেলনের বিভিন্ন পর্বে গণস্বাক্ষরতার চেয়ারম্যান কাজী রফিকুল আলমের সভাপতিত্বে আলোচনায় অংশগ্রহণ করেন, জাতীয় শিক্ষানীতি প্রণয়ন কমিটির সহ-সভাপতি ড. কাজী খলিকুজ্জামান আহমদ, সাংবাদিক মনজুরুল আহসান বুলবুল, নাট্য ব্যক্তিত্ব আলী যাকের, ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের শিক্ষা ও গবেষণা ইনস্টিটিউটের অধ্যাপক নাজমুল হক, গণস্বাক্ষরতা অভিযানের উপ-পরিচালক তাসনীম আতাহার